মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড,যশোর

www.jessoreboard.gov.bd

বিজ্ঞপ্তি

স্মারক নং ও তারিখ অপরিবর্তিত রেখে (শুধুমাত্র এই বিজ্ঞপ্তির ৯ নং ক্রমিক প্রত্যাহার করে) সংশোধন করা হ'ল।

স্মারক নং ঃ উমা/পনি/বিজ্ঞপ্তি/ ৬৪৩ **তারিখ ঃ** ০৬-১১-২০১৪

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর এর আওতাধীন সকল কলেজের অধ্যক্ষ,অভিভাবক, ছাত্র/ছাত্রী ও সংশিষ্ট সকলের অবগতির জন্যে ২০১৫ সালে অনুষ্ঠেয় উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষায় অংশ গ্রহণে ইচ্ছুক ছাত্র/ছাত্রীদের নির্বাচনী পরীক্ষা গ্রহণ,অন লাইনে ফরম পূরণ (eES) পরীক্ষার ফি বোর্ডে জমাদান ইত্যাদি সম্পর্কিত সময়সূচি নিম্নে দেয়া হ'ল।

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	তারিখ
১	রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে অনিয়মিত (রিটেইন্ড) পরীক্ষার্থীদের নির্বাচনী পরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ বরাবর সাদা কাগজে তালিকাভুক্তির আবেদনপত্র দাখিলের শেষ তারিখ :	১৬/১১/২০১৪
২	জিপিএ উন্নয়ন এবং এক/দুই বিষয়ের পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীদের নিজ নিজ কলেজের অধ্যক্ষ বরাবর সাদা কাগজে আবেদনের শেষ তারিখ : নোট ঃ যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১৪ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫.০০ (পাঁচ) -এর কম পেয়েছে তার জিপিএ উন্নয়নের জন্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীকে সকল বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। ২০১৪ সালে আংশিক বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে উর্ত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরা এ সুযোগ পাবে না। উল্লেখ্য যে, জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থী ব্যতীত নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ সকল ছাত্র/ছাত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক। তবে যে সকল পরীক্ষার্থী ইতোমধ্যে এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অকৃতকার্য হয়েছে তাদের নির্বাচনী পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণের বিষয়টি বাধ্যতামূলক নয়।	১৬/১১/২০১৪
৩	রেজিস্ট্রেশন নবায়নের শেষ তারিখ : নোট ঃ ২০০৯-২০১০ শিক্ষাবর্ষের রেজিস্ট্রেশনধারী পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যারা ইতোমধ্যে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে এক বিষয়ে (৪র্থ বিষয় বাদে) অকৃতকার্য হয়েছে এবং ২০১৪ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যারা এক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে তারা রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করে শুধু ২০১৫ সালে ঐ এক বিষয়ে (৪র্থ বিষয় বাদে) পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে। রেজিস্ট্রেশন নবায়ন ফি প্রতি পরীক্ষার্থী ২০০/- (দুইশত টাকা)।	১৬/১১/২০১৪
৪	কলেজ অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের তালিকা ২ (দুই) কপি এবং প্রতি পরীক্ষার্থী ১০০/- (একশত টাকা) হারে তালিকাভুক্তি ফিসের রশিদ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শাখায় জমা দিতে হবে।	ইতোপূর্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
৫	নির্বাচনী পরীক্ষা গ্রহণ শেষে ফল প্রকাশের শেষ তারিখ:	১১/১২/২০১৪
৬	অনলাইন পরীক্ষার্থী নির্বাচন (eES)	১৫/১২/১৪ থেকে ২৪/১২/১৪
৭	বিলম্ব ফি ছাড়া পরীক্ষার্থী নির্বাচন ও ফিস জমা করার শেষ তারিখ :	২৮/১২/২০১৪
৮	পরীক্ষার্থী প্রতি ১০০/- (একশত টাকা) হারে বিলম্ব 'ফিস'সহ ফরম পূরণ ও ফিস জমা করার শেষ তারিখ :	০৫/০১/২০১৫

উল্লেখিত সময়সূচি অনুযায়ী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহনের জন্যে অনুরোধ করা হ'ল। একই সাথে পরীক্ষার্থী, শিক্ষক অভিভাবক ও কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তগণকে জানানো যাচ্ছে যে, উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষায় কোন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা নিজ কলেজে অনুষ্ঠিত হবে না, পরীক্ষার্থী স্থানান্তরের মাধ্যমে আসন বিন্যাস করা হবে। কোন টেক্সট বই, নোট, গাইড, সাজেশন বই ইত্যাদি থেকে হুবাহু প্রশ্ন উদ্বৃত করা হবে না।

৬.১১.১৪
(প্রফেসর মুহম্মদ আবু দাউদ)
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর
ফোন-০৪২১-৬৮৬৬৬

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড,যশোর

www.jessoreboard.gov.bd

বিজ্ঞপ্তি

(২০১৫ সালের এইচএসসি পরীক্ষা সংক্রান্ত)

স্মারক নং ও তারিখ অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র এই বিজ্ঞপ্তির ৬ এর ৯ নং ক্রমিক প্রত্যাহার ও ১৭(গ) সংশোধন করা হ'ল ।

স্মারক নং ঃ উমা/পনি/বিজ্ঞপ্তি/ ৬৪৪

তারিখ ঃ ০৬-১১-২০১৪

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর এর আওতাধীন সকল কলেজের অধ্যক্ষ এবং সংশিষ্ট সকলকে ২০১৫ সালের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষার পরীক্ষার্থী নির্বাচন সংক্রান্ত আবেদন ফরম পূরণের বিভিন্ন কার্যক্রম নিম্নোক্ত নীতিমালা মোতাবেক যথাসময়ে সম্পন্ন করতে অনুরোধ করা হ'ল ।

২। **এইচএসসি পরীক্ষা-২০১৫ এর পরীক্ষার্থী নির্বাচন (eES) অনলাইনে সম্পন্ন করতে হবে ।**

৩। (ক) কেবল বৈধ রেজিস্ট্রেশনধারী এবং নির্বাচনী পরীক্ষার সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীগণ পরীক্ষার্থী নির্বাচিত হবে। তবে আংশিক বিষয়ের (এক/দুই) পরীক্ষার্থীদের জন্য সংশিষ্ট বিষয়/বিষয়সমূহের নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নয় । কোন পরীক্ষার্থী তার রেজিস্ট্রেশন বহির্ভূত কোন বিষয়/বিষয়সমূহের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে উক্ত বিষয়/বিষয়সমূহের পরীক্ষা কোনরূপ যোগাযোগ ছাড়াই বাতিল করা হবে ।

(খ) কোন পরীক্ষার্থী তার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণ কিংবা শারীরিক অসুস্থতার জন্য নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না পারলে কিংবা নির্বাচনী পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর অভিভাবকের লিখিত আবেদন ও পরীক্ষার্থীর প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে পরীক্ষার ফরম পূরণ করতে পারবে ।

(গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরীক্ষার্থীদের এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় অধিকতর সফলতার জন্য প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিষয় ভিত্তিক মডেল টেস্ট গ্রহণ করতে পারে কিন্তু এ মডেল টেস্ট কোন পরীক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামলূক নয় এবং এর জন্য অতিরিক্ত ফি ধার্য বা আদায় করা যাবে না ।

৪। পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার প্রয়োজনীয় ফিস বাবদ মোট অর্থ সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখা থেকে যশোর শিক্ষা বোর্ডের সচিবের অনুকূলে সোনালী সেবার মাধ্যমে সোনালী ব্যাংক লিঃ, বি.আই.এস.ই, যশোর শাখায় পরিচালিত এসটিডি-২৪০০০০৬৯৭ নম্বর একাউন্টে জমা দিতে হবে ।

৫। **এইচএসসি পরীক্ষা-২০১৫ অনুষ্ঠানের সম্ভাব্য তারিখ ঃ ০১/০৪/২০১৫ (বুধবার) ।**

৬। **অনলাইনে পরীক্ষার্থী নির্বাচন (eES) এর কার্যক্রম ও পরীক্ষার ফিস এর হার নিম্নে প্রদত্ত হ'ল ঃ**

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	তারিখ
১	রেজিষ্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে অনিয়মিত (রিটেইন্ড) পরীক্ষার্থীদের নির্বাচনী পরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ বরাবর সাদা কাগজে তালিকাভুক্তির আবেদনপত্র দাখিলের শেষ তারিখ :	১৬/১১/২০১৪
২	জিপিএ উন্নয়ন এবং এক/দুই বিষয়ের পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীদের নিজ নিজ কলেজের অধ্যক্ষ বরাবর সাদা কাগজে আবেদনের শেষ তারিখ : নোট ঃ যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১৪ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫.০০ (পাঁচ) -এর কম পেয়েছে তার জিপিএ উন্নয়নের জন্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে । এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীকে সকল বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে । ২০১৪ সালে আংশিক বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে উর্ত্তীণ পরীক্ষার্থীরা এ সুযোগ পাবে না । উল্লেখ্য যে, জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থী ব্যতীত নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ সকল ছাত্র/ছাত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক । তবে যে সকল পরীক্ষার্থী ইতোমধ্যে এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অকৃতকার্য হয়েছে তাদের নির্বাচনী পরীক্ষায় উর্ত্তীণের বিষয়টি বাধ্যতামূলক নয় ।	১৬/১১/২০১৪
৩	রেজিস্ট্রেশন নবায়নের শেষ তারিখ : নোট ঃ ২০০৯-২০১০ শিক্ষাবর্ষের রেজিষ্ট্রেশনধারী পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যারা ইতোমধ্যে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে এক বিষয়ে (৪র্থ বিষয় বাদে) অকৃতকার্য হয়েছে এবং ২০১৪ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যারা এক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে তারা রেজিষ্ট্রেশন নবায়ন করে শুধু ২০১৫ সালে ঐ এক বিষয়ে (৪র্থ বিষয় বাদে) পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে । রেজিষ্ট্রেশন নবায়ন ফি প্রতি পরীক্ষার্থী ২০০/- (দুইশত টাকা) ।	১৬/১১/২০১৪

৪	কলেজ অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের তালিকা ২ (দুই) কপি এবং প্রতি পরীক্ষার্থী ১০০/- (একশত টাকা) হারে তালিকাভূক্তি ফিসের রশিদ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শাখায় জমা দিতে হবে।	ইতোপূর্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
৫	নির্বাচনী পরীক্ষা গ্রহণ শেষে ফল প্রকাশের শেষ তারিখ:	১১/১২/২০১৪
৬	অনলাইন পরীক্ষার্থী নির্বাচন (eES)	১৫/১২/১৪ থেকে ২৪/১২/১৪
৭	বিলম্ব ফি ছাড়া পরীক্ষার্থী নির্বাচন ও ফিস জমা করার শেষ তারিখ :	২৮/১২/২০১৪
৮	পরীক্ষার্থী প্রতি ১০০/- (একশত টাকা) হারে বিলম্ব 'ফিস'সহ ফরম পূরণ ও ফিস জমা করার শেষ তারিখ :	০৫/০১/২০১৫

৭। (ক) Online এ শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য তালিকা (probable list)প্রদর্শন ঃ

শিক্ষার্থীদের তথ্য সম্বলিত probable list যশোর শিক্ষা বোর্ডের ওয়েব সাইটে (www.jessoreboard.gov.bd) দেয়া হবে। উক্ত সম্ভাব্য তালিকা হতে ১৪/১২/২০১৪ থেকে ২৪/১২/২০১৪ তারিখের মধ্যে Online এ পরীক্ষার্থী নির্বাচনসহ যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। নির্বাচিত পরীক্ষার্থীদের তালিকা কলেজ কর্তৃক মুদ্রণ করে প্রতিষ্ঠান প্রধান ও পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষরসহ তালিকা সংরক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে চাহিবামাত্র নির্বাচিত পরীক্ষার্থীদের তালিকা বোর্ডে জমা দিতে হবে।

(খ) যে সকল কলেজে ইংরেজি মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশগ্রহণেচ্ছু পরীক্ষার্থী রয়েছে তাদের ০১ কপি তালিকা নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী তৈরী করে এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ (দশ) দিনের মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শাখার সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জনাব মোঃ ফজলুর রহমান-এর নিকট পৃথকভাবে জমা দিতে হবে। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট কলেজের পরীক্ষার্থীদের ইংরেজি মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হবে না।

"ছক"

শাখা	ইংরেজি মাধ্যমের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	বিষয় ও বিষয় কোড ওয়ারি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মন্তব্য

(গ) যশোর শিক্ষা বোর্ড হতে যে সমস্ত শিক্ষার্থী বাংলা বিকল্প সহজ পাঠ/বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও বাংলা ভাষার প্রাথমিক জ্ঞান বিষয়ে পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি লাভ করেছে, তাদের ০১ কপি তালিকা (অনুমতিপত্রসহ) এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ (দশ) দিনের মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জনাব মোঃ ফজলুর রহমান-এর নিকট পৃথকভাবে শাখায় হাতে হাতে জমা দিতে হবে।

৮। এক/দুই বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত ঃ

(ক) যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১২/২০১৩/২০১৪ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় এক বা একাধিকবার অংশগ্রহণ করেও এক/দুই বিষয়ে (চতুর্থ বিষয় বাদে) অকৃতকার্য হয়েছে, রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে তারা ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিতব্য এইচএসসি পরীক্ষায় অবশিষ্ট অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমূহের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। আংশিক বিষয়ে অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীগণ কখনই চতুর্থ বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তবে পরীক্ষার্থীগণ ইচ্ছা করলে এক/দুই বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করে চতুর্থ বিষয়সহ সকল বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

(খ) ২০১৪ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় এক বিষয়ে অকৃতকার্য প্রাইভেট পরীক্ষার্থীগণ ২০১৫ সালের এক বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। তবে তাদেরকে অনু: ৬(৩) মোতাবেক ০৬/১১/২০১৪ তারিখের মধ্যে ২০০/- (দুইশত) টাকা হারে রেজিস্ট্রেশন নবায়ন ফি বোর্ডে জমা দিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শাখা থেকে রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করতে হবে।

(গ) যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১১/২০১২/২০১৩ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় এক/দুই বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে অথবা অভিযুক্ত হয়েছে। পরীক্ষা শৃঙ্খলা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০১২/০২১৩/২০১৪ সালের পরীক্ষা বাতিল হয়েছে, রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে তারা ২০১৫ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সকল বিষয়ের অংশগ্রহণ করতে পারবে।

(ঘ) ২০০৯-২০১০ শিক্ষা বর্ষের রেজিস্ট্রেশন কার্ডধারী পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যারা ২০১১/২০১২/১০১৩/২০১৪ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় এক বিষয়ে (৪র্থ বিষয় বাদে) অকৃতকার্য হয়েছে তার অনু: ৬(৩) মোতাবেক ২০০/- (দুইশত) টাকা নবায়ন ফিস ১৬/১১/২০১৪ তারিখের মধ্যে সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখার সোনালী সেবার মাধ্যমে যশোর শিক্ষা বোর্ডে জমা দিয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে রেজিস্ট্রেশন নবায়ন পূর্বক ২০১৫ সালে ঐ এক বিষয়ের (৪র্থ বিষয় বাদে)

পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। তবে দুই বিষয়ে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীগণ রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ না থাকলে রেজিস্ট্রেশন নবায়নের সুযোগ পাবে না।

০৯। ২০১৫ সালের এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় ৪র্থ বিষয়ের সুবিধা সংক্রান্ত ঃ

পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালায় উল্লিখিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং-শিম/শা:১০/৭ পরীক্ষা-২(গ্রেডিং)/২০০২/৬১০, তারিখ : ০৪/০১/০৩ এর ১(ঞ) এ বর্ণিত নিয়ম মোতাবেক ২০১৫ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীগণকে ৪র্থ বিষয়ের সুবিধা প্রদান করা হবে।

১০। রেজিস্ট্রেশন ও সেশন সংক্রান্ত ঃ

(ক) ২০১০-২০১১ সেশনের পূর্বের রেজিস্ট্রেশনধারী কোন পরীক্ষার্থী ২০১৫ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তবে ২০০৯-২০১০ সেশনের এক বিষয়ে অকৃতকার্য (৪র্থ বিষয় বাদে) পরীক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করে এক বিষয়ের (অকৃতকার্য বিষয়ের) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

(খ) পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল অধ্যক্ষকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হ'ল।

১১। রেজিস্ট্রেশন নবায়ন সংক্রান্ত ঃ

(ক) ২০১৪ সালের এইচএসসি/সমমানের পরীক্ষায় অনিয়মিত এবং প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যারা দুই বা ততোধিক বিষয়ে (৪র্থ বিষয় বাদে) অকৃতকার্য হয়েছে এবং যাদের রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে তারা কোন অবস্থাতেই রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করে ২০১৫ সালে একাধিক বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

(খ) যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালের এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় এক বা একাধিক বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এক বিষয়ে (চতুর্থ বিষয় বাদে) অকৃতকার্য হয়েছে কিন্তু রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ ২০১৪ সালে শেষ হয়েছে, তারা ২০০/- (দুইশত) টাকা নবায়ন ফি দিয়ে অনু:৬(৩) মোতাবেক ১৬/১১/২০১৪ তারিখের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করে ২০১৫ সালের এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় উক্ত এক বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

(গ) যে সকল প্রাইভেট পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ ২০১৪ সালে শেষ হয়ে গেছে এবং এক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে তারা অনু: ৬(৩) মোতাবেক ২০/১১/২০১৩ তারিখের মধ্যে ২০০/- (দুইশত) টাকা রেজিস্ট্রেশন নবায়ন ফি প্রদান পূর্বক ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিতব্য এইচএসসি/সমমানের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

১২। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সিলেবাস সংক্রান্ত ঃ

বাংলা ১ম পত্র	রসায়ন, পৌরনীতি, ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ	জীববিজ্ঞান,পদার্থবিদ্যা, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় উদ্যোগ ও ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনা, সমাজবিজ্ঞান এবং সমাজকল্যাণ	কম্পিউটার শিক্ষা ১ম ও ২য় পত্র এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
(ক) বাংলা ১ম পত্রে ২০১০-২০১১ ২০১১-২০১২ ২০১২-২০১৩ ও ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থী এবং প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (খ) বাংলা ১ম পত্রে ২০০৯-২০১০ শিক্ষাবর্ষের নবায়নকৃত পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১১ সালের সিলেবাস অনুযায়ী পুরাতন পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।	(ক) রসায়ন ১ম ও ২য় পত্র, পৌরনীতি ১ম ও ২য় পত্র, ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ ১ম ও ২য় পত্রে ২০১১-২০১২, ২০১২-২০১৩ ও ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থী এবং ২০১৫ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ২০১৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (খ) রসায়ন ১ম ও ২য় পত্র, পৌরনীতি ১ম ও ২য় পত্র, ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ ১ম ও ২য় পত্রে ২০০৯-২০১০ ও ২০১০-২০১১ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১২ সালের সিলেবাস অনুযায়ী পুরাতন পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।	(ক) জীববিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় উদ্যোগ ও ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনা, সমাজবিজ্ঞান এবং সমাজ কল্যাণ ১ম ও ২য় পত্রে ২০১২-২০১৩ ও ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থী এবং ২০১৫ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ২০১৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (খ) জীববিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় উদ্যোগ ও ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনা, সমাজবিজ্ঞান এবং সমাজ কল্যাণ ১ম ও ২য় পত্রে ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০১৫ সালের নবায়নকৃত প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী পুরাতন পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।	(ক) কম্পিউটার শিক্ষা ১ম ও ২য় পত্রের প্রশ্নপত্র ২০১১-২০১২ ও ২০১২-২০১৩ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৪ সালের নতুন সিলেবাস অনুযায়ী প্রণীত হবে। ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য ২০১৫ সালের নতুন সিলেবাস অনুযায়ী আবশ্যিক বিষয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রণীত হবে। (খ)২০০৯-২০১০ এবং ২০১০-২০১১ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য কম্পিউটার শিক্ষা ১ম ও ২য় পত্রের প্রশ্নপত্র ২০১১ সালের পুরাতন সিলেবাস অনুযায়ী প্রণীত হবে।

বি.দ্র :

১। উপরের ছকে বর্ণিত বিষয় সমুহ ব্যতীত অন্য সকল বিষয়ের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ২০১৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী পুরাতন পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে ।

২। আংশিক বিষয়ের পরীক্ষার্থী হিসেবে চতুর্থ বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা যাবে না এবং দুই বা ততোধিক বিষয়ে অকৃতকার্য থাকলে রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করা যাবে না।

১৩। জিপিএ উন্নয়ন হিসেবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত:

(ক) যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১৪ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ. ৫.০০ (পাঁচ)- এর কম পেয়েছে তারা জিপিএ উন্নয়নের জন্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। তবে এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীকে সকল বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। তাদের নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করার প্রয়োজন নেই। তাদেরকে পূর্বের রেজিস্ট্রেশন নম্বর উল্লেখ করতে হবে (মেয়াদ থাকলে) জিপিএ উন্নয়নের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করা যাবে না।

(খ) রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে জিপিএ উন্নয়নের জন্য পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার অব্যবহিত পরের বছরেই এইচএসসি পরীক্ষায় অংগ্রহণ করতে হবে।

(গ) যে সকল পরীক্ষার্থী এক/দুই বিষয়ের পরীক্ষা দিয়ে ২০১৪ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তারা জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

১৪। সকল প্রকার পরীক্ষার্থীর যাবতীয় ফিস-এর হার নিম্নোক্ত ছকে দেয়া হ'ল ঃ

পরীক্ষার্থীর প্রকার	পরীক্ষার ফি (প্রতি পত্র/বিষয়)	একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ফিস (প্রতি পরীক্ষার্থী)	সনদপত্র ফিস (প্রতি পরীক্ষার্থী)	ব্যবহারিক ফিস (প্রতি পত্র)	অনুমতি ফি/তালিকাভুক্তি ফিস (প্রতি পরীক্ষার্থী)	অনিয়মিত ফিস (প্রতি পরীক্ষার্থী)	রোভার স্কাউট/গার্লস গাইড ফিস (প্রতি পরীক্ষার্থী)	জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ফিস (প্রতি পরীক্ষার্থী)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
নিয়মিত	৭৫/-	৫০/-	১০০/-	৪০/-	---	---	১৫/-	০৫/-
অনিয়মিত পরীক্ষার্থী যারা ইতোপূর্বে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি।	৭৫/-	৫০/-	১০০/-	৪০/-	---	১০০/-	১৫/	০৫/
অনিয়মিত পরীক্ষার্থী যারা ইতোপূর্বে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে।	৭৫/-	৫০/-	---	৪০/-	---	১০০/-	১৫/	০৫/
জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থী	৭৫/-	৫০/-	১০০/-	৪০/	১০০/-	---	১৫/	০৫/
প্রাইভেট পরীক্ষার্থী	৭৫/-	৫০/-	১০০/-	---	১০০/-	---	১৫/-	০৫/-

বিঃ দ্রঃ কেবল আংশিক বিষয়ের (এক বা দুই) পরীক্ষার্থীদের সনদ ফি প্রদান করতে হবে না। এছাড়া সকল প্রকার পরীক্ষর্থীদের সনদ ফি প্রদান করতে হবে। যে সকল ছাত্র/ছাত্রী ২০১৪ সালের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্যে ফিসসহ আবেদন ফরম পূরণ করেছিল (জিপিএ উন্নয়ন ছাড়া) এবং ২০১৫ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাদেরকে সনদপত্র ফিস প্রদান করতে হবে না।

১৫। **(ক) অন্যান্য ফিস এর হার (যাদের বেলায় প্রযোজ্য) :**

(১) রেজিস্ট্রেন নবায়ন ফি প্রতি পরীক্ষার্থী ২০০/- (দুইশত টাকা)।
(২) বিলম্ব ফি প্রতি পরীক্ষার্থী ১০০/- (একশত টাকা)
(৩) নন-কলেজিয়েট প্রতি পরীক্ষার্থী ১০০/- (একশত টাকা)

(খ) প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের নির্বাচনী পরীক্ষা ফিসঃ

(১) যেসব প্রাইভেট পরীক্ষার্থীর নির্বাচনী পরীক্ষা আছে (প্রতি পরীক্ষার্থী) ১৫০/-(একশত পঞ্চাশ টাকা)
(২) যেসব প্রাইভেট পরীক্ষার্থীর (যেমন:দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, সেরিব্রাল পালসি জনিত প্রতিবন্ধী এবং যাদের হাত নেই (যেমন প্রতিবন্ধী,শিক্ষক পুলিশ,মিলিটারী) নির্বাচনী পরীক্ষা নেই তাদের ব্যবস্থাপনা ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী) ১০০ একশত টাকা)

(গ) বার্ষিক আই,সি,টি ফিসঃ
কলেজ / উচচ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান প্রতি ১৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত টাকা)

(১৬) কেন্দ্র ফিস সংক্রান্ত (এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রের ভরপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট পরিশোধ করতে হবে) :
(ক) এইচএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র ফি (যাদের ব্যবহারিক বিষয় নেই) জন প্রতি ৩০০/-(তিনশত টাকা)
(খ) এইচএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র ফি (যাদের ব্যবহারিক বিষয়ে আছে) জন প্রতি ৩০০/- (তিনশত টাকা)
+ব্যবহারিক ফি প্রতি পত্রে ২৫/- টাকা

কেন্দ্র ফি বাবদ আদায়কৃত অর্থ দিয়ে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র/কলেজ কর্তৃপক্ষ তত্ত্বীয় এবং ব্যবহারিক, উভয় প্রকার পরীক্ষার যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করবেন। পরীক্ষা কেন্দ্র/কলেজ কর্তৃপক্ষ সকল পরীক্ষা পরিচালনার ব্যয়ের ঘাটতি বিশেষ করে ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য রাসায়নিক দ্রব্যাদিসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি ক্রয়ের ব্যয় বহন করবেন, এ ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক কোনরূপ অনুদান প্রদান করা হবে না। বোর্ড অফিস হতে সাদা উত্তরপত্র এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করার জন্য প্রয়োজনীয় খরচ কেন্দ্র ফি হতে বহন করতে হবে। অর্থাৎ পরীক্ষা কেন্দ্রের যাবতীয় ব্যয় কেন্দ্র ফি সংকুলান করতে হবে।

যে প্রতিষ্ঠানে যতসংখ্যক বিষয়ের ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে (ততসংখ্যক বিষয়ের) ব্যবহারিক পরীক্ষার ফি উক্ত প্রতিষ্ঠান প্রাপ্ত হবে। সংশ্লিষ্ট আদায়কৃত কেন্দ্র ফি **(ব্যবহারিক ফি ব্যতীত)** হতে প্রত্যেক কলেজ ১০% টাকা নিজস্ব ব্যয়ের জন্য রেখে অবশিষ্ট ৯০% টাকা পরীক্ষা কেন্দ্রের/ভেন্যুর ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রদান করতে হবে।

ভেন্যু কেন্দ্রের পরীক্ষা পরিচালনার সকলপ্রকার ব্যয়ভার মূল কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বহন করবেন। নিজ কলেজে ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে, পরীক্ষার্থী ও বিষয়ের সংখ্যা অনুপাতে মূল কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত কলেজকে ব্যবহারিকের নির্ধারিত ফি প্রদান করবেন।

(১৭) পরীক্ষার ফি এবং ফরম বোর্ডে জমা দেয়ার নিয়মাবলি সংক্রান্ত :

(ক) পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার প্রয়োজনীয় ফিস বাবদ মোট অর্থ সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখা থেকে যশোর শিক্ষা বোর্ডের সচিবের অনুকূলে সোনালী সেবার মাধ্যমে সোনালী ব্যাংক লিঃ, বি.আই.এস.ই, যশোর শাখায় পরিচালিত এসটিডি-২৪০০০০৬৯৭ নম্বর একাউন্টে জমা দিতে হবে।

(খ) কোনক্রমেই নগদ টাকা, পে-অর্ডার, পোস্টাল/মানি অর্ডার,টিটি, সিকিউটি ডিপোজিট রিসিট অথবা ট্রেজারি চালান ইত্যাদিতে বোর্ডের ফি গ্রহণ করা হবে না।

(গ) এই বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত তারিখের পর কোনক্রমেই পরীক্ষার ফিস ও অন্যান্য কাগজপত্র গ্রহণ করা হবে না।

(১৮) ২০১৪ সালের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষর ফল প্রকাশ পদ্ধতি সংক্রান্ত :

সকল প্রকার পরীক্ষার্থীর ফলাফল নিম্নোক্ত গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হবে ঃ

লেটার গ্রেড	প্রাপ্ত নম্বরের শ্রেণী ব্যাপ্তি	গ্রেড পয়েন্ট
A+	৮০-১০০	৫.০০
A	৭০-৭৯	৪.০০
A-	৬০-৬৯	৩.৫০
B	৫০-৫৯	৩.০০
C	৪০-৪৯	২.০০
D	৩৩-৩৯	১.০০
F	০০-৩২	০.০০

(১৯) অন্যান্য বিষয় সংক্রান্তঃ

(ক) প্রয়েজনীয় ফি সহ কাগজপত্র নির্ধারিত তারিখের মধ্যে অবশ্যই বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শাখায় জমা দিতে হবে।

(খ) অবৈধ রেজিস্ট্রেশন,বোর্ডের অনুমতি ছাড়া অবৈধভাবে কলেজ বদলি ও অভিযুক্ত হবার কারণে কোন ছাত্র/ছাত্রী পরীক্ষার্থী হলে, সে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেনা। এ ছাড়াও অন্য যে কোন ধরনের অবৈধ শিক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবার অনুমতি দিলে সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ দায়ী থাকবেন।

(গ) এ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ২০১৫ সালের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা সংক্রান্ত নিয়মাবলি সঠিকভাবে অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য সকল কলেজের অধ্যক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হল।

হ'ল ঃ

(২০) অন্ধ পরীক্ষার্থীদের স্ক্রাইব নিয়োগ ঃ

ক) অন্ধ ও লিখতে অক্ষম পঙ্গু পরীক্ষার্থীদের লেখক (স্ক্রাইব) দশম শ্রেণীরছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য হতে নির্বাচন করতে হবে। এজন্যে নির্বাচিত ছাত্র/ছাত্রীদের পূর্ণ বিবরণ (প্রধান শিক্ষক কর্তৃক ইস্যুকৃত) ও দুই কপি সত্যায়িত ফটোসহ দরখাস্ত সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষের মাধ্যমে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অনুমতির জন্য ১৩-০৩-২০১৫ তারিখের মধ্যে পৃথকভাবে বোর্ডে পৌছাতে হবে। কোন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে স্ক্রাইব হিসেবে নির্বাচন করা যাবে না।

খ) প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থীর জন্য উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অফিস কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে।

বিঃ দ্রঃ **পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার প্রয়োজনীয় ফিস বাবদ মোট অর্থ সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখা থেকে যশোর শিক্ষা বোর্ডের সচিবের অনুকূলে সোনালী সেবার মাধ্যমে সোনালী ব্যাংক লিঃ, বি.আই.এস.ই, যশোর শাখায় পরিচালিত এসটিডি-২৪০০০০৬৯৭ নম্বর একাউন্টে জমা দিতে হবে।**

(২১) ২০১৫ সালের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার্থী, জিপিএ উন্নয়ন ও প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হওয়ার যোগ্যতা সংক্রান্ত নিয়মাবলী:

১। কোন কলেজের স্বীকৃতি না থাকলে অথবা স্বীকৃতির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে থাকলে কিংবা ২০১৫ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী প্রেরণের অনুমতি না থাকলে পরীক্ষার্থী প্রেরণ করা যাবে না ।

২। পরীক্ষায় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীতে বর্ণিত বিধান বা গুচ্ছ অনুসারে অবশ্যই নৈর্বাচনিক ও ঐচ্ছিক (৪র্থ)বিষয়ের নাম থাকতে হবে এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে যেন বিষয়সমূহ পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় । পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীর সাথে বিষয়/গুচ্ছ সমূহের সামঞ্জস্য না থাকলে সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন ।

৩। ক্যাজুয়াল পরীক্ষার্থীগণ কোন বিষয় পরিবর্তন করতে পারবে না । ২০০৯-২০১০ হতে ২০১২-২০১৩ শিক্ষাবর্ষের সকল নিবন্ধনকৃত ছাত্র/ছাত্রী (পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করুক বা না করুক) ক্যাজুয়াল হিসাবে গণ্য হবে ।

৪। ছাড়পত্রের মাধ্যমে ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের ক্ষেত্রে ছাড়পত্রের ও বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতিপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি অবশ্যই দাখিল করতে হবে । সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ছাড়পত্রের ফটোকপি এবং অভিভাবকের বদলির আদেশের ফটোকপি দিতে হবে ।

৫। হাজিরার শতকরা হার দেখিয়ে কলেজিয়েট, নন কলেজিয়েট ও ডিসকলেজিয়েট এর সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে । অন্যথায় কোন জটিলতা সৃষ্টি হলে অত্র বোর্ডের কোন দায়-দায়িত্ব থাকবে না ।

৬। ছকে প্রদত্ত বিষয়ওয়ারী বিবরণী, শাখাওয়ারী (বিজ্ঞান,ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক) পৃথক পৃথকভাবে প্রস্তুত করে প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ করবেন ।

(২২) বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ

(১) Online এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম, ছাত্র/ছাত্রীদের নাম, পিতার নাম, মাতার নাম এবং বিষয় কোড ও গুচ্ছ সংক্রান্ত সকল তথ্য সঠিক আছে কিনা তা বার বার নিরীক্ষা করার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধানকে অনুরোধ করা হ'ল । গুচ্ছ বিভ্রাট সংক্রান্ত যেকোন জটিলতার জন্য সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন । সকল প্রকার পরীক্ষার্থীর নাম, পিতার নাম, মাতার নামের বানান এসএসসি বা সমমানের সনদের অনুরূপ হবে । এ সব কাজে প্রতিষ্ঠান প্রধান অনুগ্রহপূর্বক পরীক্ষার্থীর বিবরণী ফরম নির্ভুলভাবে প্রস্তুত করার জন্য অবশ্যই সচেষ্ট হবেন ।

(২) **২০০৭ হতে ২০১৪ সাল পর্যন্ত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফিস জমা দানের প্রামাণ্য পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি ২৫-১১-২০১৪ তারিখের মধ্যে জমা দিতে হবে । (য সকল কলেজ এখনও জমা দেননি)**

(৩) **অনলাইনে পরীক্ষার্থী নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলীঃ**
স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের Student management manu তে ক্লিক করে Dashboard থেকে Eelectronic Examinee Seilection (eES) এর লিষ্টে সম্ভাব্য পরীক্ষার্থীর তালিকা পাওয়া যাবে । নিয়মিত /অনিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীর তালিকা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরীক্ষার্থী সিলেকশন Complete (Form fillup) করা আছে । পরীক্ষার্থী হিসাবে নির্বাচন (Form fillup) না করতে চাইলে তালিকার Action থেকে No select করতে হবে । তবে Improvement -এ ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীর ক্ষেত্রে Yes select করতে হবে ।
Helpline: 01711959154 01711909061 01721392472 01713115224 01714502333

(২৩) কেন্দ্র প্রাপ্তির আবেদনঃ

(১) জেলা প্রশাসক-এর প্রতিবেদন ও প্রয়োজনীয় ফিসসহ আবেদন জমা দেয়ার শেষ তারিখঃ ৩১/১২/২০১৪

(২) যে সকল কলেজ উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কেন্দ্র প্রাপ্তির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে আবেদন করেছে তাঁদের ক্ষেত্রেও পুনরায় জেলা প্রশাসক-এর প্রতিবেদন ও প্রয়োজনীয় ফিসসহ (যদি ফিস জমা না হয়ে থাকে) আবেদন জমা দেয়ার শেষ তারিখঃ ৩১/১২/২০১৪

(৩) কলেজ সমূহের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কেন্দ্র পরিবর্তনের জন্যে প্রয়োজনীয় ফিসসহ (যদি ফিস জমা না হয়ে থাকে) আবেদন জমা দেয়ার শেষ তারিখঃ ৩১/১২/২০১৪

০৬.১১.১৪
(প্রফেসর মুহম্মদ আবু দাউদ)
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর
ফোন-০৪২১-৬৮৬৬৬

স্মারক নং ঃ উমা/পনি/বিজ্ঞপ্তি/ ৬৪৪(১-৮) **তারিখ ঃ** ০৬-১১-২০১৪

সদয় অবগতি ও প্রয়েজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত হ'ল:

০১। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় , গণপ্রজন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,বাংলাদেশ সচিবলয়,ঢাকা

০২। মহাপরিচালক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা

০৩। চেয়ারম্যান, মাধমিক ও উচ্চ মাধমিক শিক্ষা বোর্ড
ঢাকা/রাজশাহী/কুমিল্লা/চট্টগ্রাম/সিলেট/বরিশাল/দিনাজপুর/ যশোর/ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড

০৪। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মাধমিক ও উচ্চ মাধমিক শিক্ষা বোর্ড
যশোর/ ঢাকা/রাজশাহী/কুমিল্লা/চট্টগ্রাম/সিলেট/বরিশাল/দিনাজপুর/মাদরাসা শিক্ষাবোড

০৫। যশোর শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন সকল কলেজের অধ্যক্ষ

০৬। জেলা প্রশাসক,
কুষ্টিয়া, খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, মেহেরপুর,যশোর, চুয়াডাঙ্গা, নড়াইল,মাগুরা, ঝিনাইদহ।

০৭। যশোর বোর্ডের সকল অফিসার

০৮। উপজেলা নির্বাহী অফিসার,(যশোর শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন সকল উপজেলা)।

০১/১১/১৪
(মোঃ আলাউদ্দীন)
উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
যশোর
ফোন-০৪২১-৬৮৬৬৮